



কলকাতা, ৩ অক্টোবর ২০২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম/পদবী পরিবর্তন
আমি, শেখ ইসরাইল পিতা মৃত শেখ জালাল উদ্দিন সাং- ১ পো- শরভা, থানা- শাহদার, জেলা- হুগলী-এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার সমস্ত সর্বস্বত্ব নথিভাৱে আমার নাম ‘শেখ ইসরাইল’ হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকলেও, আমার ‘পটা’-তে জমির নথিতে ভুলবশত নাম ‘মহম্মদ ইসরাইল’ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। আমি এতদ্বারা হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, ফৌজদারী আদালতে জারিপ্রদান জাজিফটো (খ্রেম স্টেট) এই সময়ে ২২/০৩/২০২২ তারিখে সম্পাদিত ২০১৬ নম্বর বঙ্গবান্দা অধ্যাদেশ ‘শেখ ইসরাইল’ এবং ‘মহম্মদ ইসরাইল’ একই ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবেন।

নাম -পদবী পরিবর্তন
গত ইং 25/09/2026 তারিখে S.D.E.M., হলপী, টুটুচা, কোর্টে 27 নং এফিডেভিভ বনে আমি, Ashish Ghosh, S/o. Anil Ghosh, সাকিম ভাট্টায়া, রাজহাট, পেনলাবা, হলপী (Sintia Ghosh) জন্ম সার্টিফিকেট (Being R.O.N. No. 226, dated 14.02.2014, D.O.B. 09.01.2014) আমেরিকাবার সিন্ডার সঠিক নাম Ashish Ghosh-এর পরিবর্তে Ashish Ghosh লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিভ বলে পরিষ্কার করি। আমার সঠিক নাম Ashish Ghosh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/কমনার পিতা Ashish Ghosh & Ashish Ghosh S/o. Anil Ghosh সরব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT
I, Shatabdi Sarder W/O Samrat Banerjee and D/O Shyam Sundar Sardar residing at Flat-2D, Anila Apartment, BB116, P.O.- Desh-bandhunagar, P.S.- Baguati, Dist.- 24 Par-ganas (North), Kolkata-700059 do hereby declare vide affidavit no. 50212 dated 01.10.2026 in the Court of the Ld. 1st Class Magistrate at Calcutta that my correct and actual name is Shatabdi Sardar which my correct and actual name is Shatabdi Sardar which has been recorded in my Aadhaar Card and Passport being no. V6289313. My daughter- Sandipta Banerjee’s passport being no. V6032886 and in her birth certificate being no. 20033127661/BC/2017, Registration No. WB_BR_2012/200331/12393 date of Registration on 14.08.2012, my name has been recorded as Shatabdi Banerjee. Shatabdi Sardar and Shatabdi Banerjee i.e. myself am the same and one identical person.

১১ বিজ্ঞপ্তি ১১
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী আনন্দ কঁপু, পিতা- বরাধাপন কঁপু, সাং- বেলোড়ি, পোঃ চেকো, থানা- কোটশিলা, জেলা- পুর্নুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা - ১) শ্রী উমাকান্ত পরমানিক, ২) শ্রী অরুণা পরমানিক এবং ৩) শ্রী মহিষেশ পরমানিক পিতা সনাদন পরমানিক, সাং- বেলোড়ি, পোঃ চেকো, থানা- কোটশিলা, জেলা- পুর্নুলিয়া, তাদের নিজ নামিত রেকর্ড ভুক্ত জমি, বেলোড়ি মৌজার (জে. এল. নং ১৪০), খতিয়ান নং ১১৬৬, হাল গুট নং ১০০১, ফৌদা- বইদ, ১নং নারার মাপ ও ভেদ, খতিয়ান নং ১১৬৭, হাল গুট- নং ১০০১, ফৌদা- বইদ, ২নং খতিয়ান নং - ১১৬৮, হাল গুট নং ১০০১, ফৌদা- বইদ, ৩নং নারার মাপ ও ভেদ, তিনটি খতিয়ান মোট ৩০ ডেং জমি বিক্রি করার জন্য বালদা এ. ডি. এস. আর. অফিসে ২০১৬ সালের ১১৬২ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারদা দলিল দিয়েছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Jhalda A.D.S.R. ও BL & LRO, Jhalda-II অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।
Rupak Garai, Advocate District Judge’s Court Purulia

আমমোক্তারনামাপত্র বিজ্ঞপ্তি
আমি গায়ত্রী রায়, যারী- অরুণা রায়, সাং- কল্যাণী রি রুগ, পোঃ থানা- কল্যাণী, জেলা- নারীয়া। এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে গত ইংয়ারী ২৭.০৪.২০০০ তারিখে কৃষ্ণপার ডি.এ.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত V নং বইর ৪৫ নং আমমোক্তারনামা বলে অতীত মজুদার মহায্যার পক্ষে শ্যামল বিশ্বাস মহায্যের নিকট ইহতে ১০.০১.২০১১ তারিখে কৃষ্ণপার এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭৬১ নং এক্ষত্ব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দলিল বলে ০২.১৬ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া মালিক ও ভোগ্যধিকারীরা আছি। বর্তমানে উক্ত সম্পত্তি কৃষ্ণপার-১ B.L. & L.R.O অফিসে নিজ নামে রেকর্ড করি। এই বিষয় কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ও উল্লিখিত কৃষ্ণপার-১ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি
জেনা- পশ্চিম মেদিনীপুর। বিজিষ্ট জজ আদালত মেদিনীপুর J.Misc Case No. 71/2025
রমা ঘোষাল
এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত বিলা মোকামের সর্ব সাধারণনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত জয়দীপ ঘোষালের সম্পাদিত গত ইং-১৯.১১.২০১০ তারিখের উইল বোটে পাওনের জন্য দখলধারকরা আদালতে অত্র নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং বা উকিল বাবুর দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
নয়মত্যানুসারে
Goutam Baidya সেরেস্তাদার বিজিষ্ট জজ আদালত, মেদিনীপুর
Date: 29/09/2026
SCHEDULE
1. S.B. Account No. 31163877394 of S.B.I. Damodarpur, Ghagra, Amount
2. S/B. Account No. 0297010101672 of S.B.I.Satnakura Branch, Amount
3. District - Paschim Medinipur, P.S. Garhbeta, Mouza - Bila, J.L. No. 458, Khatian No. 1353,
Plot.No. Nature Area
45 Dhani Chaharam 9 dec.
46/850 Dahi 19 dec.
46/851 Dahi 10 dec.
46/859 Dhani Doem 4 dec.
47/506 Kala Doem 4 dec.
50 Doba 2 dec.
502/849 Dhani 4 dec.
47/508 Kala Doem 25 dec.
50 Doba 4 dec.
51/516 Dhani 2 dec.
51/518 Dahi 1 dec.
510/857 Dahi 1/6 dec.
4. District - Paschim Medinipur, P.S. Garhbeta, Mouza - Bila, J.L. No. 458, L.R. Khatian No. 494.
Plot.No. Nature Area
19 Dhani 4 dec.
12/460 Dhani 6 dec.
11 Dhani 3dec.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
আড্ডা কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং ফোন নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-ভগদাদ, ডি.এস. ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৩৬০৮৭২১ ইমেইল- adconnexon@gmail.com এএন. বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
সেখ আজহার উদ্দিন, বাগসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বঙ্গলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৮৩৬৩৬২৬৩৬
হুগলী
লা মল্লী জেব্রল সেটোর,
সবাণী চ্যাটার্জি, টিকানা- কোর্সের ধার গুন্ড জেলা- পরিস্র, টুটুচা, জেলা- হুগলী, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৮৩৩০৬৯১১১
খিঃ আড্ডাভাটহিঃ এজেন্ট,
প্রসন্নজি সামন্ত, টিকানা- দলুইগাড়া, সিদুর, বঙ্গল ব্যানার পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪৪
নদিয়া
টাইপ কব্রি,
নিরঞ্জন পাল, টিকানা- কালেক্টর মোড়, এনুপা বাবোরে দিল্লিতে, পোঃ কৃষ্ণপার, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭১১১০১, মোঃ ৯৮৪৬৩৪৪৮৪৮

যেখানো- এই প্রকল্পটি প্রকল্পটি বিজ্ঞাপনের দ্বারা সম্পর্কে- এটিতে পাঠিতা কর্তৃক কোনওভাবে পরিবর্তন না।

মমতা ব্যানার্জি যেই দলে যাবেন, সেই দল পচে যাবে: অর্জুন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:

মমতা ব্যানার্জি যেই দলে যাবেন, সেই দল পচে যাবে। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমনটিই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বাংলা থেকে মমতা ব্যানার্জি কবে পুরোপুরি বিদায় নেবেই, তার জন্য বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছেন।

মমতা ব্যানার্জিকে তীব্র নিন্দা করে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ‘উনি একটা সময় যেই কংগ্রেস ছেড়ে

বেরিয়ে এসেছিলেন, এখন সেই কংগ্রেসের পা ধরতে উনি দিল্লি গেছেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, মমতা ব্যানার্জি লুট করেছেন। উনি বাংলার সর্বনাশ করেছেন। এটা এখন অংশ নিয়ে এমনটিই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বাংলা থেকে মমতা ব্যানার্জি কবে পুরোপুরি বিদায় নেবেই, তার জন্য বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছেন।

মমতা ব্যানার্জিকে তীব্র নিন্দা করে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ‘উনি একটা সময় যেই কংগ্রেস ছেড়ে

হচ্ছে, ওটা পুরো ‘গটিআপ’ এবং সাজানো ঘটনা। এনসিআপ দলের ভবিষ্যত নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, ওই দলের ভবিষ্যত জ্যোতিষীরাই ভালো বলতে পারবেন। আর হিট জোটের ভবিষ্যত বিশ বাঁও জলে। তাঁর দাবি, দেশে দুটি দল থাকবে। একটা হিন্দুদের দল বিজেপি। আর বাকিরা মিলে আরেকটা মুসলিম দল। তবে আগামী দিনে কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি বলে কিছুই থাকবে না।

প্রসঙ্গত, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালা, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া, নগরপাল অমিত কুমার সিং, মহকুমা শাসক যাদব সূর্যভান আচ্ছলাল-সহ বিশিষ্ট জনেরা। প্রার্থনা সভায় অংশ নেবার পর তারা গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। হোমের আবাসিকদের সঙ্গে এদিন চরকাও কাটেন রাজ্যপাল।

‘বাস যাত্রা ৪.০’ উৎসবের সূচনা পরিবহণ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-সহ শহরতলির গণপরিবহণ ব্যবস্থায় যুক্ত নারীশক্তিকে কুনিশ জামিয়ে এবং তাঁদের অধিকারকে আরও সুদৃঢ় করতে এক অনান্য উদ্যোগের সূচনা করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। ২ অক্টোবর, শুক্রবার গান্ধী জয়ন্তীর পূণ্যালয়ে ‘কলকাতা বাস-ও-পিডিয়া ফাউন্ডেশন’ আয়োজিত বার্ষিক উৎসব ‘বাস যাত্রা ৪.০’-এর আনুষ্ঠানিক ফ্র্যাগ অফ করেন তিনি। পরিবহণ ক্ষেত্রে নারীদের অবদানকে মূল মঞ্চে তুলে আনাই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল।



এদিনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং রাজ্যের গণপরিবহণে নারীদের স্বনির্ভরতা ও গতিশীলতা বাড়াতে বর্তমান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে, নারীদের সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের চালু করা ‘বিনামূল্যে বাস পরিষেবা’র আন্তরিক প্রচেষ্টাকে এই উৎসবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের

সামনে নিয়ে আসা হয়। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, গণপরিবহণকে নারীদের জন্য আরও সুরক্ষিত, সহজলভ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে রাজ্য সরকার সদা তৎপর।

শুক্রবার মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের পটচর্জন মহিলা কন্ট্রোল এবং বিভিন্ন বেসরকারি বাস অপারেটরের মহিলা প্রতিনিধিদের বরণ ও সম্মানিত করা হয়। প্রতিদিন সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে কলকাতার রাজপথে বাস সচল রাখতে

এদিনের অনুষ্ঠানটি সফল ভাবে সম্পন্ন করার পর ‘কলকাতা বাস-ও-পিডিয়া ফাউন্ডেশন’ের পক্ষ থেকে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্য পরিবহন দফতরকে বিশেষ কৃজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়ে।

মন্ত্রীদের এই সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ ডুয়ার্স ও কলকাতার মতো সমস্ত অঞ্চলের গণপরিবহণের এতিহাস রক্ষা এবং নারীদের কলসংলান বৃদ্ধিতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

মেট্রোয় ‘স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত’-এর শপথ নিলেন জিএম-সহ আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বচ্ছতা পক্ষ উপলক্ষে কলকাতা মেট্রোয় শুরু হল বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান। ১ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। এর আওতায় মেট্রো স্টেশন, ট্রেন, রেল আবাসন, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন দপ্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুনাশের কাজ করা হবে।



শুক্রবার ২ অক্টোবর মেট্রো রেল ভবনে স্বচ্ছতার শপথবাচা পাঠ করান মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার প্রেমসাগর গুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে মেট্রোর বিভিন্ন দফতরের প্রধান, পদস্থ আধিকারিক এবং কর্মীরা শপথ নেন। প্রতি সপ্তাহে কিছুটা সময়

অন্য রেল প্রতিষ্ঠানে আধিকারিক ও কর্মীরাও স্বচ্ছতার শপথ নেন। এই পরিচ্ছন্নতার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মেট্রো রেল ভবন থেকে একটি প্রাচীরফেরির আয়োজন করা হয়। ‘স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত’ বার্তা সামনে রেখে এই কর্মসূচিতে জেনারেল ম্যানেজার, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, মেট্রোর থেলোয়াড় এবং কর্মীরা অংশ নেন। এর পরে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে শ্রমদান করেন প্রেমসাগর গুপ্ত-সহ মেট্রোর পদস্থ আধিকারিকরা। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

স্বচ্ছতার শপথ নেন। এই পরিচ্ছন্নতার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মেট্রো রেল ভবন থেকে একটি প্রাচীরফেরির আয়োজন করা হয়। ‘স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত’ বার্তা সামনে রেখে এই কর্মসূচিতে জেনারেল ম্যানেজার, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, মেট্রোর থেলোয়াড় এবং কর্মীরা অংশ নেন। এর পরে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে শ্রমদান করেন প্রেমসাগর গুপ্ত-সহ মেট্রোর পদস্থ আধিকারিকরা। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাণ্ডাইআটিতে বহুতলের তিনতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাজ করার সময় আচমকা দাঁড় খুলে তিনতলার উচ্চতা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে গান্ধী জয়ন্তীর দিন সকালে, কলকাতার বাণ্ডাইআটি থানার অন্তর্গত অশ্বিনীনগর এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে নির্মাণ ও মেরামতি কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ম্যানতম নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে।



পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম তপন সরকার। বছর আটচাল্লিশের তপনবাবু থাকতেন স্থানীয় ৭ নম্বর এলাকাতেই। বৃহস্পতিবার সকালে অশ্বিনীনগরের একটি বহুতল আবাসন এলাকায় ড্রেন পাইপলাইন সারানোর কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি। বহুতলের বাইরের দিকের পাইপলাইন মেরামতের প্রয়োজ্ঞে, থাকাই, প্রথাগত কোনও সুরক্ষাকবচ বা নিরাপত্তা জ্যাকেট ছাড়াই তিনি বিপজ্জনকভাবে ছাদে ওঠেন। নিরাপত্তার নামমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে হাঙ্গের ওপর একটি দড়ি বেঁধে, সেটির অন্য প্রান্তটি নিজের কোমরে জড়িয়ে নিয়ে তিনতলার ওপর ঝুলে কাজ শুরু করেন তপনবাবু। কাজের মাঝেই ঘটে যায়

অঘটন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, পাইপলাইনের কাজ করার সময় আচমকা দেওয়াল থেকে তাঁর পা পিছলে যায়। সেই মুহূর্তেই কোমরে বাঁধার সামান্য দড়িটি ছিঁড়ে বা খুলে যায়। চোখের পলকে তিনতলার উচ্চতা থেকে সশবে নিচে ড্রেনের নিরাপত্তাধীন অবস্থায় উঠতে কাজ করতে গিয়ে এক শ্রমিকের নাজে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল। বারবার এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পরও কেন উৎযুক্ত সুরক্ষাকবচ ছাড়া শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে কাজ করানো হচ্ছে, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার নেপথ্যে কোনো গাফিলতি ছিল কি না এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা ছিলেন, তা খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

খবর দেওয়া হয় বাণ্ডাইআটি থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের একটি দল। রক্তাক্ত অবস্থায় তপনবাবুকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

ইকোপার্কের মারাত্মক জলদূষণ, হুদে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের মড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের গর্ব তথা পর্যটনকেন্দ্র ইকোপার্কের শুক্রবার সকালে উদ্যানের বিশাল জলাশয়ে নজরে আসে যত্রতত্র ভেসে উঠেছে অগণিত মরা মাছ। শুক্রবার সকালে ইকোপার্কের অন্যান্য দিনের মতোই প্রাতঃভ্রমণে এসেছিলেন বহু মানুষ। কিন্তু হ্রদের ধারে পৌঁছতেই তাঁদের নজরে আসে দৃশ্যাটি। এক প্রাতঃভ্রমণকারী শিউরে উঠে জানান, ‘সকালে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি হ্রদের কিনারে ও মাঝখানে সাদা হয়ে ভেসে রয়েছে হাজার হাজার মরা মাছ। বাতাসে ছড়াচ্ছে পচা গন্ধ। এমন ঘটনা ইকোপার্কের আগে কখনও দেখিনি।’ খবর পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্যান কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন।

এই ঘটনায় পরিবেশবিদ ও জলজ বিশেষজ্ঞদের মত, এই মড়কের পেছনে মূল কারণ জলের মারাত্মক দূষণ ও অক্সিজেনের আশঙ্কাজনক ঘাটতি। উদ্যান কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং যথোচ্ছ পর্যটন ব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলছেন পরিবেশপ্রেমীরা। পরিবেশবিদদের ব্যাখ্যানুযায়ী, জলাশয়ের দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা জমে অতিরিক্ত শেবাল ও পানাপানো জন্ম নিয়েছে। এর ফলে গোটা জলাভাগ গাঢ় সবুজ রঙ ধারণ করেছে। এই শেবালগুলি দিনের বেলা সূর্যের আলোয় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করলেও, রাতের বেলায় ঘটে বিপরীত ঘটনা। অক্সিকার নামতেই এরা জল থেকে বিপুল পরিমাণে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ করতে শুরু করে। ফলে ভোরের দিকে জলে অক্সিজেনের মাত্রা কার্যত শূন্যে নেমে আসে। পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের



মৃত্যু হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, হ্রদের জলে পর্যটকদের সুবিধার্থে চালানো একাধিক মোটরচালিত বোটও এই বিপর্যয়ের অন্যতম বড় কারণ। মোটর চালনার ফলে ক্রমাগত ডিজেলে থাকা তেল ও কেমিক্যাল জলে মিশছে। তেলের আস্তরণ জলের উপরিভাগে জমা হয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে আটকে দিচ্ছে। পাশাপাশি, পর্যটকদের ফেলা প্লাস্টিক, খাবারের প্যাকেট ও বর্জ্য পদার্থ যুক্ত হয়ে জলাশয়টিকে কার্যত বিষাক্ত জলাধারে পরিণত করেছে।

পরিবেশবিদরা ঝঁষিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, দ্রুত জল থেকে সমস্ত পচা ও মরা মাছ তুলে জলাশয় পরিষ্কার না করলে পচন ধরে ব্যাকটেরিয়ার উপদ্রব মারাত্মক রূপ নেবে। এতে হ্রদের অবশিষ্ট জলজ প্রাণীর অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। অবিলম্বে জলে পানপ বা কুদ্রিম আয়রের বসিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানো এবং মোটরচালিত বোট বন্ধ করে ব্যাটারিচালিত বোট চালুর দাবি তুলেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এখানেই শেষ নয়, হ্রদের জলে পর্যটকদের সুবিধার্থে চালানো একাধিক মোটরচালিত বোটও এই বিপর্যয়ের অন্যতম বড় কারণ। মোটর চালনার ফলে ক্রমাগত ডিজেলে থাকা তেল ও কেমিক্যাল জলে মিশছে। তেলের আস্তরণ জলের উপরিভাগে জমা হয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে আটকে দিচ্ছে। পাশাপাশি, পর্যটকদের ফেলা প্লাস্টিক, খাবারের প্যাকেট ও বর্জ্য পদার্থ যুক্ত হয়ে জলাশয়টিকে কার্যত বিষাক্ত জলাধারে পরিণত করেছে।



পূর্ব রেলের স্বচ্ছতা অভিযানের অঙ্গীকার শিয়ালদহ বিভাগের নাকালডাঙা আরপিএফ ব্যারাকে শুক্রবার স্বচ্ছতার শপথবাচা পাঠ করান পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে।

রিয়েল এস্টেট খাতের ভূমিকা তুলে ধরল ক্রেডাই



নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ক্রেডাইয়ের ২৪তম সংস্করণে কনফেডারেশন অব রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশনস অব ইন্ডিয়া ভারতীয় রিয়েল এস্টেটের পরবর্তী পর্যায়কে রূপ দিচ্ছে এমন শক্তিশালী ওপর আলোকপাত করেছে, যেখানে পুরো খাতজুড়ে AI এবং উদ্ভাবনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনটি ডেভেলপার, বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারণ, আর্থিক বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষণাতের নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে পরিবর্তনশীল রিয়েল এস্টেট পরিস্থিতি, উদীয়মান সুযোগ এবং প্রযুক্তি কী ভাবে ব্যবসা পরিচালনা, গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং প্রবৃদ্ধি দ্বারায়িত করার পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করছে তা নিয়ে আলোচনা করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ক্রেডাইয়ের ২৪তম সংস্করণে কনফেডারেশন অব রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশনস অব ইন্ডিয়া ভারতীয় রিয়েল এস্টেটের পরবর্তী পর্যায়কে রূপ দিচ্ছে এমন শক্তিশালী ওপর আলোকপাত করেছে, যেখানে পুরো খাতজুড়ে AI এবং উদ্ভাবনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনটি ডেভেলপার, বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারণ, আর্থিক বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষণাতের নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে পরিবর্তনশীল রিয়েল এস্টেট পরিস্থিতি, উদীয়মান সুযোগ এবং প্রযুক্তি কী ভাবে ব্যবসা পরিচালনা, গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং প্রবৃদ্ধি দ্বারায়িত করার পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করছে তা নিয়ে আলোচনা করেছে।

নিজস্ব ভবনের জন্য জমি দান, মুখে হাসি এলাকার শিশুদের

দেবাশিস দে ● সাতগাছিয়া

সাতগাছিয়া ১৪৫ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সায়েবন বাগিচা গ্রামের ২১৪ নম্বর বৃখে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি বা আইসিডিএস কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও পাকা ভবন ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভুনাথ হালদারের বাড়ির বারাদপাতেই এতদিন চলত এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পঠনপাঠন ও শিশুদের পুষ্টিকর খাবার বিতরণের কাজ। কিন্তু এবার সেই অচলাবস্থা কাটতে চলেছে।

এলাকার শিশুদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সঠিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন স্বয়ং শম্ভুনাথ হালদার। তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারকে একটি নির্দিষ্ট জমি দানপত্র করে হস্তান্তর করেছেন। এই প্রসঙ্গে আবেগাপ্পুষ্ট হয়ে জমিদাতা শম্ভুনাথ হালদার বলেন, ‘আমার বাড়ির বারাদপায় এতদিন বাচ্চাদের খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হত। গ্রামের এই ছোট শিশুদের যাতে সুন্দর ও নিরাপদ একটা নিজস্ব স্কুলবাড়ি থাকে, ওরা যাতে ভালো পরিবেশে পড়াশোনা ও খেলাধুলা করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আমি সরকারকে এই জমি দান করেছি।’

সম্প্রতি প্রকাশিত সেই স্থানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে যান ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) স্থানীয় দলীয় কর্মী ও পদাধিকারীরা। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, দান করা জমিটিতে বর্তমানে প্রচুর আগাছা, জঙ্গল ও গাছপালা জমে রয়েছে। উপস্থিত প্রতিনিধিরা ভদ্রাভ, দলত এই আগাছা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে জমিটি উপযুক্ত করা হবে এবং নব সাজে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

পরিদর্শন করতে যান ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) স্থানীয় দলীয় কর্মী ও পদাধিকারীরা। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, দান করা জমিটিতে বর্তমানে প্রচুর আগাছা, জঙ্গল ও গাছপালা জমে রয়েছে। উপস্থিত প্রতিনিধিরা ভদ্রাভ, দলত এই আগাছা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে জমিটি উপযুক্ত করা হবে এবং নব সাজে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। গ্রামের রাস্তার ঠিক পাশেই এবং স্থানীয় একটি মন্দিরের সান্নিধ্যে এই নতুন কেন্দ্রটি গড়ে উঠবে। প্রধান রাস্তার ধারে অবস্থান হওয়ায় এলাকার খুঁদে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের যাতায়াতে অত্যন্ত সুবিধা হবে। উন্মুক্ত পরিসর পেলে শিশুরা নির্বিক্রম খেলাধুলো করতে পারবে এবং সুন্দর পরিবেশে পঠনপাঠনের সুযোগ পাবে। এই উদ্যোগে সায়েবন বাগিচা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চারণ হয়েছে।

ইডেনে মহালয়ার অনুষ্ঠানে মোদী নয়, আসতে পারেন শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেনে রাজ্য সরকারের আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি নিয়ে গুজুবার তৈরি হল নতুন জল্পনা। প্রাথমিক পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতির কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠানে নাও থাকতে পারেন বলে সূত্রের খবর। তাঁর বদলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

যদিও এ বিষয়ে এখনও সরকারিভাবে আনুষ্ঠানিক কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। ছাফিগে ১০ অক্টোবর মহালয়া। ওই দিন ইডেনে দেবীপক্ষের সূচনা উপলক্ষে বড়সড় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। প্রথমে টিক ছিল, প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা দেবীর চক্ষুদানের



মাধ্যমে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিক রোডে রোড শো হওয়ার কথাও ছিল। রাজ্যের সংস্কৃতি তুলে ধরতে

২৩টি জেলার ২৩ ধরনের নৃত্য পরিবেশনের পরিকল্পনা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এক হাজার মহিলার উল্লেখ্যনি এবং প্রায় ১০ হাজার ঢাকের বাদির আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ‘গিনিস বুক’ নাম তোলার বিষয় নিয়েও পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। ইডেন গার্ডেনে স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণের সময় শ্রেয়া ঘোষালের গান পরিবেশনের পরিকল্পনাও রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি এবং সিএবি কর্তাদের মধ্যে বৈঠক হয়।

সূত্রের খবর, সেখানেই প্রধানমন্ত্রীর না-আসার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়। তাঁর পরিবর্তে অমিত শাহকে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী না-এলে চক্ষুদান এবং স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ-সহ অনুষ্ঠানের কিছু সূচিতেও পরিবর্তন হতে পারে বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার কারণে ইডেন গার্ডেন এসপিজির নিয়ন্ত্রণে আছে। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্টেডিয়ামটি এসপিজির আওতায় থাকার কথা। এর মধ্যেই ১১ অক্টোবর থেকে বাংলার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা। প্রথম ম্যাচ দিল্লির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হবে।

ইডেনে রঞ্জি ম্যাচ আয়োজন নিয়েও তাই প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। যদিও সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, প্রয়োজন হলে ম্যাচ ইডেনের পরিবর্তে কল্যাণীতে আয়োজন করা হতে পারে।

‘দলের পতাকা ধরার লোক নেই, বলছেন খেলা হবে!’

শমীকের নিশানায় মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শমীক ভট্টাচার্যের একের পর এক কটাক্ষে গুজুবার সরগম হল রাজ্য রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব, তৃণমূলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি, কংগ্রেসের সঙ্গে সমীকরণ থেকে শুরু করে ইন্দ্রনীল সেনের সংস্থার টাকা মমতার অ্যাকাউন্টে যাওয়া, একাধিক প্রসঙ্গে গুজুবার মুখ খুললেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে শমীকের মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এত উঁচু মাপের একজন জনপ্রিয় নেত্রী, এত জনসম্মুখীন ক্ষমতা, যিনি দোদুল্লপ্রতাপ সিপিএমকে ওপরে ফেলেছেন, তাঁর দলের পতাকা ধরার লোক নেই। নাম নেই, গোত্র নেই, বর্ণ নেই, কোথা থেকে আসছে, অতীতের স্মৃতি নেই, ব্যাকের অ্যাকাউন্ট নেই, প্রতীক নেই, মাথার ওপরে ছাদ নেই। তিনি বলে দিলেন খেলা হবে, একজন বললেন ডিজে বাজাবেন, এখন ঘরের সুখী গৃহকোণে নিভুতে বাঁশি বাজছেন।

এছাড়াও এডি বিজেপিতে অন্য দল থেকে নেতাদের যোগদান নিয়ে ‘ডিম’ প্রসঙ্গকেও কটাক্ষ করে শমীক বলেন, ‘বিজেপি কাউকে নিচ্ছে না। বিজেপিতে কাউকে নিয়ে ডিম বাওয়ার হচ্ছে আমাদের নেই। আমার বয়স হয়েছে, মাথার চুল অনেক কমে গেছে। আমার মাথায় ডিম পড়ুক, এটা আমি চাই না।’ পাশাপাশি কংগ্রেসের সঙ্গে



তৃণমূলের সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়েও সরাসরি আক্রমণ করেন তিনি। শমীক বলেন, ‘ওটা মা মেয়ের ব্যাপার আছে, ওটা অন্য ব্যাপার। কংগ্রেস তৃণমূলের গল্লটাই অন্য। এও শূন্য, ওউ শূন্য। দুজন মিলেমিলে একটা বড় শূন্য। বড় মাপের রসগোল্লা দেখেছেন তো এটা তাই?’

মমতার ‘ককরোচে’র পাশে থাকার মন্তব্য নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শমীক বলেন, ‘গণতান্ত্রিক দেশ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে আমরা আছি। মানুষ প্রতিবাদ করবে না! বিরোধীরা তো অবাস্তব ভাবে একে ইস্যু বানাতে চেষ্টা করছে। এতদিন ধরে বাড়িতে বসে আছেন। এখন একটু রাস্তায় বের হলে শরীরটাও ভালো থাকবে। তাই আন্দোলন করুন।’

যদিও গুজুবার মুখা নির্বাচন

কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রসঙ্গে তাঁর আগের অবস্থানই বজায় রেখে শমীক বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চায় জ্ঞানেশ কুমারকে পদ্ম পুরস্কার দেওয়া উচিত। পরিচ্ছন্ন, জটিলমুক্ত নির্বাচন তালিকা প্রকাশ করা নির্বাহী কমিশনের দায়িত্ব। আর আমরা একটা সীমান্তবর্তী জেলায় বাসিন্দা। বাংলাদেশে দিপু দাসকে জীবন্ত জ্বালানো হচ্ছে, আর সেই দৃশ্যর লাইভ সম্প্রচার পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় শোয়ার হচ্ছে, এটা রাজ্যের মানুষ চায় না। রাজ্যের মানুষের কাছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক একজন হিরা।’

সবশেষে ইন্দ্রনীল সেনের সংস্থা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা যাওয়ার ইডির দাবির প্রসঙ্গেও সরব হন শমীক। ইডির বক্তব্য অনুযায়ী, ইন্দ্রনীল সেন ওই অর্থে রয়্যালটি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে শমীকের কটাক্ষ, ‘ইডি, সিবিআই নিয়েই তো তৃণমূল। তৃণমূল থাকবে আর লুট থাকবে না? তৃণমূল আর দুর্নীতি বিলুপ্ত, তৃণমূল থাকবে আর দুর্নীতি হবে না, ব্যাকের অ্যাকাউন্ট এদিক ওদিক হবে না, এটা হতে পারে না। ওঁরা সব প্রতিভাশালী মানুষজন। এরা কোথা থেকে কী ভাবে রয়্যালিটি পান, আমরা জানি না। ওঁরা সবাই বনেনি বড়লোক, আমার একটা বনেনি গরিব হওয়ার ইতিহাস আছে, আমরা তাই এটা বুঝি না। বড়লোকেদের ব্যাপার, হয়েছে হয় তো।’

‘বাংলা মোদের গর্ব’ প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার দুর্নীতি এসিবি

আতসকাচের নীচে ইন্দ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতির জোড়া ফলায় ফের কোণঠাসা রাজ্যের প্রাক্তন তথা ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। পুজো পাসের কারচুপি কাণ্ডে ইডির জেরার পর এবার রাজ্য সরকারেরই ‘বাংলা মোদের গর্ব’ প্রকল্পে বিপুল অঙ্কের অর্থ তহরুপ ও স্বজনপোষণের অভিযোগে নাম জড়াল তাঁর। অভিযোগের গভীরতা বিচার করে ইতিমধ্যেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে রাজ্যের দুর্নীতি দমন কমিশন অর্থাৎ এসিবি। পুলিশকর্তা কে জয়রামন স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘প্রাপ্ত নিদ্রিষ্ঠ অভিযোগের ভিত্তিতেই

শিল্পীদের তুলে ধরতে বিভিন্ন জেলায় এই মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। তবে ২০২২ এবং ২০২৩ সালে এই প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত মেলাগুলির টেন্ডার বণ্টন নিয়ে চরম জালিয়াতির অভিযোগ সামনে আসে। অভিযোগ, দপ্তরের ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বচ্ছ টেন্ডার প্রক্রিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোটি কোটি টাকার বরাত তুলে দেওয়া হয়েছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট সংস্থাকে।

অভিযোগের তির সরাসরি তৎকালীন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের

সংস্থাগুলি। অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ম মেনে দরপত্র জমা দিলেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের বাতিল করা হত। টানা দুই অর্থবর্ষে রাজ্যের ২৩টি জেলায় এই কারচুপি চালিয়ে কয়েকশো কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগকারীদের দাবি।

ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। তদন্তকারী আধিকারিকরা যে সব ব্যাপারে খতিয়ে দেখছেন তার মধ্যে প্রথমেই আসছে স্বজনপোষণের যোগসূত্র। অর্থাৎ, মেলা ও প্রদর্শনী থেকে কাজ পাওয়া সংস্থাগুলির মূল মালিকদের সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রীর পারিবারিক ও আর্থিক সম্পর্কের গভীরতা কতটা। এর পাশাপাশি রয়েছে আর্থিক তহরুপের পরিমাণও। কারণ, মেলায় অংশ নেওয়া মেহনতি স্থানীয় কারিগর ও হস্তশিল্পীরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করে যা উপার্জন করতেন, সেখান থেকেও জোর করেই একটি নির্দিষ্ট অংশ বা কমিশন কেটে নিত মন্ত্রীর আত্মীয়দের ওই সংস্থাগুলি। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নথিপত্র যাচাই ও বয়ান সংগ্রহের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ একত্রিত করে খুব শীঘ্রই একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেবেন তদন্তকারীরা।



অভিযোগের তির সরাসরি তৎকালীন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের দিকে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, মন্ত্রীর অদৃশ্য সূত্রে পরিচালিত হয়েই টেন্ডার পেত ওই নির্বাচিত সংস্থাগুলি, যেগুলির আসল মালিকানা ছিল ইন্দ্রনীলবাবুর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ পরিজনদের হাতে।

এই বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।’ পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে আগামী দিনে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা খ্যাতনামা গায়ককে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে রাজ্য তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালিত ‘বাংলা মোদের গর্ব’ নামক একটি উদ্যোগ। রাজ্যভূমিতে লোকসংস্কৃতি, হস্তশিল্প এবং স্থানীয়

দিকে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, মন্ত্রীর অদৃশ্য সূত্রে পরিচালিত হয়েই টেন্ডার পেত ওই নির্বাচিত সংস্থাগুলি, যেগুলির আসল মালিকানা ছিল ইন্দ্রনীলবাবুর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ পরিজনদের হাতে। মেলার গুণ্ডেল নির্মাণ, স্টল তৈরি থেকে শুরু করে বাউল, ভাটিয়ালি কিংবা আদিবাসী নৃত্য পরিবেশনের জন্য শিল্পী আনার বরাত; সমস্তটাই একচ্ছত্রভাবে ভোগ করত ওই

অন্যদিকে, পুজো পাস সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির মামলায় কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জেরা পর্ব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাজ্য সংস্থার এই নতুন তদন্তের খাঁড়ি ইন্দ্রনীল সেনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অবস্থিতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। উল্লেখ্য, এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।



খিদিরপুরে কেষ্ট দাসের গোলায় ‘মা’ দুর্গার প্রস্তুতি কাজ চলছে।

দক্ষিণবঙ্গে কাটল দুর্ঘোণের মেঘ, ৭ দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যবাসীর মুখে অবশেষে স্বস্তির হাসি ফোটাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। নিম্নচাপের টানা গুমেটি ভাব ও মেঘনা মেজাজ কাটিয়ে এখন শরতের ছোঁয়া প্রকৃতিতে। বিশেষত, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে গত কয়েক দিনের বৃষ্টির দাঁট কাঁথ অতীত। তিলোত্তমা কলকাতার চেনা রূপও বদলে গিয়েছে রাতারাতি, রোদের সোনালি বিলিক আর পরিষ্কার আকাশের কোলাজে ফিরেছে স্বস্তি।

প্রাক-উৎসবের কেনাকাটা ও পুজোর তোড়জোড়ের এই মাহেস্ত্রে আবহাওয়ার এমন রূপবদল বাঙালিকে একপ্রকার পরম স্বস্তি দিল। আলিপুর হাওয়া অফিসের সাম্প্রতিক আবহাওয়া বুলেটিন

অন্তত সেই বার্তাই দিচ্ছে স্পষ্ট ভাষায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সাত দিন কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে ভারী কিংবা অতি ভারী বৃষ্টির আর বিদ্যুৎ সন্ধান নেই। মেঘমুক্ত বা আংশিক মেঘলা আকাশে মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা কিংবা হালকা পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও কোনও বড় দুর্ঘোণের ঝুঁকি একেবারেই অনুপস্থিত। তদুপরি, কোনও জেলার জন্যই আগামী এক সপ্তাহে কোনও ধরনের আবহাওয়া সতর্কবার্তা বা ‘অ্যালার্ট’ জারি করা হয়নি।

আবহাওয়াবিদদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত কিংবা নিম্নচাপের যে প্রাথমিক প্রভাব তৈরি হয়েছিল, তা পুরোপুরি শক্তি হারিয়ে কাটিয়ে উঠেছে। ফলে

বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি থাকলেও একটানা ভারী বর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ আর অবশিষ্ট নেই। আগামী ৩ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমায় দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে যে আবহাওয়া রূপ নেবে, তা মূলত বিচ্ছিন্ন ও স্বল্পস্থায়ী বৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথম দিন, অর্থাৎ ৩ অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে, যা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঙালুয়া, পুরুলিয়া, বাকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া, দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এক-দুটি স্থানে অত্যন্ত হালকা বৃষ্টি নামতে পারে। কলকাতা-সহ

দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত ভাবে কেবল দু’-এক জায়গায় বজ্রমেঘের সঞ্চার হতে পারে। কোথাও কোথাও হালকা জলবরনা কিংবা বজ্রবিদ্যুৎসহ সাময়িক বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলেও তার ব্যাপ্তি হবে অত্যন্ত সীমিত। দপ্তর জানিয়েছে, এটি মূলত বর্ষার শুরু করে ৯ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত দুর্ঘোণের কোনও সংকেত বহন করেনি। সপ্তাহের শেষার্ধ্বে, অর্থাৎ ৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটা থেকে শুরু করে ৯ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত পুজোর মুখে কেনাকাটার ভিড়, মণ্ডপ সজ্জার কাজ কিংবা প্রাক-উৎসবের আনন্দের পথে আবহাওয়ার দুর্ঘোণ আর কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ভারী বর্ষণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গ এখন উৎসবের মেজাজে পা রাখার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

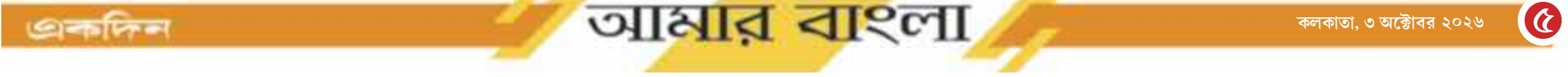
স্বাভাবিক ও অনুকূল থাকবে। এমনকি ৮ থেকে ৯ অক্টোবরের শেষ সময়সীমাতেও সামগ্রিক চিত্রে বড় কোনও রদবদল ঘটার ইঙ্গিত নেই, কেবল সামান্য বজ্রবিদ্যুৎসহ পশলা বৃষ্টির একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা বজায় থাকবে। সব মিলিয়ে, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের এই দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস উৎসবমুখী বঙ্গবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে এক দারুণ উপহার। পুজোর মুখে কেনাকাটার ভিড়, মণ্ডপ সজ্জার কাজ কিংবা প্রাক-উৎসবের আনন্দের পথে আবহাওয়ার দুর্ঘোণ আর কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ভারী বর্ষণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গ এখন উৎসবের মেজাজে পা রাখার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘আইএসএফ সমর্থক’ পরিচয়ে হাসপাতালের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে ভিডিও রেকর্ডিং, ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ছড়িয়ে ছাড়াই এবং বাধা দিতে গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার গুরুতর অভিযোগে তীর চাক্ষুষ ছড়াল গার্ডেনরিচ। ঘটনাটি ঘটেছে নাদিয়াল থানা এলাকার গার্ডেনরিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। গুজুবার সকালে লালবাজারের পক্ষ থেকে প্রেস বার্তা দিয়ে এই প্রেগুরির খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ নাদিয়ালের ‘সুপার স্পেশালিটি’ মর্ষাদা পাওয়া গার্ডেনরিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আচমকাই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওপড়ি অর্থাৎ বহির্বিভাগ টিকিট কাউন্টারের কাছে যে স্থানটিতে সাধারণের জন্য প্রবেশ

নিষেধ’ বলে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া রয়েছে, সেই নিষিদ্ধ এলাকায় জোর করে ঢুকে পড়ে কয়েক জন যুবক। অভিযোগ, তারা সেখানে মোবাইল বের করে ভিডিও তুলতে শুরু করে এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার মতো আপত্তিকর কথাবার্তা বলে উপস্থিত মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করে। হাসপাতাল চত্বরে গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে দেখে তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে যান সেখানে ডিউটিতে থাকা দুই পুলিশকর্মী, পলাশ ঠাকুর এবং মহম্মদ আজবিবুদ্দিন। পুলিশকর্মীরা ওই যুবকদের স্পষ্ট করান যে এলাকাটি সংরক্ষিত এবং সেখান থেকে অবিলম্বে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ও গোলমাল বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশের কথায় কর্ণপাত করা তো দূর অস্ত, উল্টো অভিযুক্তরা অত্যন্ত আত্মসী হয়ে ওঠে। তারা কর্তব্যরত দুই পুলিশকর্মীর ওপর আচমকাই চড়াও হয় এবং থাকাকালিক

শুরু করে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নাদিয়াল থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ততক্ষণে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চার জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সারাসরি থানা নিয়ে যায়। থানায় দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর এবং ঘটনার প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে তিন অভিযুক্তকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম শেখ সেলিম, মহম্মদ সাহিল এবং সানাউল্লা খান। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তরা নিজেদের ‘আইএসএফ সমর্থক’ বলে দাবি করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দান, মারধর, বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং সমাজে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা সংক্রান্ত একাধিক নিদ্রিষ্ঠ ধারায় মামলা রুজু করা হয়।



কলকাতা, ৩ অক্টোবর ২০২৬



বক্সায় ২০০০ একরে বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: উত্তরবঙ্গের বক্সা অভয়ারণ্যকে কেন্দ্র করে রাজ্যের পর্যটন শিল্পে বড়সড় পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জয়ন্তী লাগোয়া বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রায় ২০০০ একর জমিতে বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই প্রকল্প গড়ে উঠবে বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বক্সা সংলগ্ন এলাকায় ২০০০ একর জমি চিহ্নিত করার কথা জানিয়েছেন। সেই জমিতেই বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই কাজ সম্পূর্ণ করতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয়



সব রকম সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আলিপুরদুয়ারের পর্যটন ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসবে। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে বক্সা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তাঁর কথায়,

পর্যটন মানচিত্রে আলিপুরদুয়ার নতুন মাত্রা পেতে চলেছে। বক্সার পাশাপাশি জেলার অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রগুলিকেও নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনার কথা শুক্রবার জানান মুখ্যমন্ত্রী। হলংয়ে নতুন বনবাংলো তৈরি হচ্ছে।

সেটিকে সুন্দর ও পর্যটকবান্ধব করে গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। আলিপুরদুয়ারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকেও পর্যটনের অন্যতম বড় সম্পদ হিসেবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এই জেলায় যেমন পাহাড় ও ঘন জঙ্গল রয়েছে, তেমনই রয়েছে জলাপাড়া জাতীয় উদ্যান, একশুদ্ধ গুটার এবং বিস্তীর্ণ চা-বাগান। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, বক্সাকে কেন্দ্র করে পর্যটনের উন্নয়ন এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আগামী দিনে আরও পরিকাঠামো তৈরি করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আলিপুরদুয়ারে টানার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বক্সার জঙ্গলে বাঘিনি ছাড়লেন শুভেন্দু, আলিপুরদুয়ারে উন্নয়নের একগুচ্ছ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গান্ধী জয়ন্তীর দিন উত্তরবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে নতুন করে বাঘ ফেরানোর উদ্যোগ শুরু করল সরকার। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের বক্সার জঙ্গলে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে আনা একটি বাঘিনিকে ছাড়েন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন টাইগার রিজার্ভের মর্যাদা থাকলেও বক্সা কা্যত বাঘশূন্য হয়ে পড়েছিল। এখন নতুন সরকারের উদ্যোগে ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।

বক্সা ও সংলগ্ন বনাঞ্চলকে ঘিরে এদিন একাধিক পরিকল্পনার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের সাহায্যে জয়ন্তী ও মানস সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ২,০০০ একর জমিতে আন্তর্জাতিক মানের অরণ্য পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের প্রস্তাবেই এই উদ্যোগ বলেই জানান তিনি।

এছাড়াও ঐতিহাসিক হলং বন-বাংলোকেও নতুন করে সাজানোর কাজ চলেছে। যদিও শুধু একটা বাঘিনি ছেড়েই কাজ থামবে না বক্সায় বাঘ

ফেরানোর প্রক্রিয়া। আগামী দু’মাসের মধ্যে আরও তিনটি বাঘ সেখানে ছাড়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। সম্পত্তি জলাদাপাড়ার বনকর্মীদের অনুরোধে সম্যোজাত দুই হাতির নামও দিয়েছেন তিনি। তাদের নাম রাখা হয়েছে ‘চেতনা’ ও ‘সুলক্ষণা’। এদিন উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের নিয়েও একাধিক ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের সময়ে উত্তরবঙ্গের বন, বন্যপ্রাণী এবং বালি-পাথরের সম্পদ থেকে সাধারণ মানুষ বা চা-শ্রমিকেরা যথেষ্ট সুবিধা পাননি। ২০২১ সালে ঘোষিত প্রধানমন্ত্রীর চা শ্রমিক যোজনা তাদিনে আটকে ছিল বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার ১৫০ দিনের মধ্যে কৃষকের সংশ্লিষ্ট দেওয়ার থেকে চা-শ্রমিকদের জন্য ৩১২ কোটি টাকার অনুমোদন আনা হয়েছে। পাশাপাশি উৎসব বোনাস ১৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিকা ও পরিকাঠামো নিয়েও আলিপুরদুয়ারের জন্য একাধিক পরিকল্পনার কথা শুক্রবার জানান

মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের এক সপ্তাহের মধ্যেই সাতচি নতুন বিষয় স্নাতকোত্তর পড়াশোনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। জেলা আদালতের নির্মাণের কাজও প্রায় শেষ। দ্রুত সেটা চালু করে দেওয়া হবে। এছাড়াও রাজা বাজারেট ঘোষিত চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে আলিপুরদুয়ারের প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের কাজও এগোচ্ছে বলে শুক্রবার জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আগামী ১৫ নভেম্বর জনজাতি গৌবাব দিবস ফের আলিপুরদুয়ারে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগেই জেলার প্রথম প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করার কথা জানান তিনি। আলিপুরদুয়ারের উন্নয়ন, পর্যটন, চা শিল্প এবং বনাঞ্চলকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘কথা কম, কাজ বেশি’ নীতিকে সামনে রেখে দুর্নীতিমুক্ত ও উন্নত আলিপুরদুয়ার গড়ার কথাও বলেন।

স্টেন্ডেড অ্যাসেস্টস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা জীবন দীপ বিল্ডিং, ১শ ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১ শাখার ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in				ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ (ক্রমিক নং ৬, ৯, ১০, ১১)				
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : সুভদ্রা বক্সা, ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৭৪১০৬৯৯৮৯ (ক্রমিক নং ১, ৪, ৫, ৭, ৮)				
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : শ্রিতা মিত্র, ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১৩৩০৪ (ক্রমিক নং ২, ৩, ১২)				
স্বাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) কলস, ২০০২-এর কল ৯(১)-এর সাথে পঠিত কল ৮(৬)-এর শর্তের অধীনে সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেস্টস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্বাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অংশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টিদারের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি সিকিউড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে, যার ফিজিক্যাল দখল সিকিউড ক্রেডিটর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়োগে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে “যেখানে যেমন আছে”, “যেমন আছে যা আছে” এবং “যদি থাক না কেন” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।				
ই-অংশনের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২৮.১০.২০২৬ নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা, প্রতিটি বিভেদে জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।				
ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টিদারদের নাম	বিক্রয় করা সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা শ্রী সৌগত দে, পিতা- শ্রী নৃপেন দে নবজীবন কলোনি, বিশারপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০০১ এছাড়াও ওয় ফ্লোর, “দিয়া লিটল টাওয়ার”, ২৪৬ হোল্ডিং নং, রাম চন্দ্র পথ, ইছাপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৪৪	ফ্লট নং ওসি-তে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, নোয়াপাড়া থানা, উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, ১৩ নম্বর ওয়ার্ড, রাম চন্দ্র পথ, ২৪৬ হোল্ডিং নং-এ অবস্থিত, ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯ এবং ১৩২৮০ এল.আর. খতিয়ান নং, ৩২৫৭ আর.এস. খতিয়ান নং, ১০২১৬ এল.আর. দাগ নং, ৬৪৮৯/৭৩৯৭ আর.এস. দাগ নং, ৬১৭ টেজি নং, ৮৯ রে. সা. নং, ও জে.এল. নং, মৌজা- ইছাপুরে “দিয়া লিটল টাওয়ার” নামক বহুতল ভবনে কর্মবৈধ ৬১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া এবং ৪৮৮ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা এবং ৪৫০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপের ওয় ফ্লোর “সি” নং ফ্লোরে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২০২৪ সালের জন্য ১৫০৫০৫৯১ নং দলিল দ্বারা, ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮ নম্বর পৃষ্ঠায় ১৫০৫-২০২৪ নং ভলিউমের ১ নম্বর বৃকে, এডিএসআরও ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নৃপেন দেস পুত্র শ্রী সৌগত দে র নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ (দলিল অনুযায়ী) উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া রাম চন্দ্র পথ, দক্ষিণে- গঙ্গা পদ পারে, পূর্বে- নীরেশ গোস্বামী, পশ্চিমে- স্বাক্ষরিত চক্রবর্তী। ব্যাঙ্ক প্রাপ্তি আইডি SBIN7864৪৭3692 ফিজিক্যাল দখল নেওয়া হয়েছে।	৩০.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ২৬,১১,০৪০.০০ টাকা (তেরিশ লক্ষ এগারো হাজার আটচল্লিশ টাকা) এবং এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর আনুসঙ্গিক বায়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে আরও অতিরিক্ত সুদ। যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৯৯৮৯/ ৯৮৩১৪৮৯৬৪২	ক) ১০.৯৮ লক্ষ টাকা খ) ১,০৯,৮০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা
পরিদর্শনের তারিখ ২২.১০.২০২৬ এবং ২৬.১০.২০২৬				
২.	ঋণগ্রহীতা শ্রী নীলগঞ্জন মুখার্জি, পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, গ্রাম - নন্দীপুর নগর, ডাকঘর এবং থানা - আদ্রা, পূর্বদুর্গা, জেলা- পূর্বদুর্গা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও কলকাতা-৬৫, থানা-দমদমা, ডাকঘর- রবীন্দ্র নগর, ৮ নং প্রেমসেনা, মানসী পাড়া গার্ডি, মৌজা -মাঠকল, ১ম ফ্লোর, ২০১ এবং ২০২ নং ফ্লোট। এছাড়াও প্রযত্নে- গোপালবাড় উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- গোপালবাড়, থানা- আদ্রা, জেলা- পূর্বদুর্গা পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ।	১. উত্তর ২৪-পরগনা জেলায়, পিন কোড নং ৭০০০৬৫, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ০৪ নম্বর ওয়ার্ড, ডাকঘর- রবীন্দ্র নগর, কলকাতা, দমদম থানার অধীনে, ১৮ নং প্রেমসেনা, মানসীপাড়া গৌরী, ১৬০/১৬২ টেজি নং, ১৭১ আর.এস. নং, ১৫ জে.এল. নং, ২৭১ আর.এস. খতিয়ান নং, ৮৪২ আর.এস.দাগ নং, মৌজা -মাঠকলে জি-২ তলা আবাসিক ভবনের কর্মবৈধ ৬৩০ বর্গফুট এনবিলিউএ পরিমাপের উত্তর-পশ্চিম দিকে ১ম ফ্লোরে ২০১ নং আবাসিক ফ্লোরের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী নীলগঞ্জন মুখার্জির নামে রয়েছে (২০২৩ সালের আই-১৩৪৫১ নং দলিল) ২. উত্তর ২৪-পরগনা জেলায়, পিন কোড নং ৭০০০৬৫, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ০৪ নম্বর ওয়ার্ড, ডাকঘর- রবীন্দ্র নগর, কলকাতা, দমদম থানা, মানসীপাড়া গৌরী, ১৬০ হোল্ডিং নং, ১৭১ আর.এস. খতিয়ান নং, ৮৪২ আর.এস.দাগ নং, ১৬০/১৬২ টেজি নং, ১৭১ আর.এস. নং, ১৫ জে.এল. নং, মৌজা-মাঠকলে জি-২ তলা আবাসিক ভবনের কর্মবৈধ ৬৩০ বর্গফুট এনবিলিউএ পরিমাপের উত্তর-পূর্ব দিকে ১ম ফ্লোরে ২০২ নং ফ্লোরের ইকন। সম্পত্তিটি শ্রী নীলগঞ্জন মুখার্জির নামে রয়েছে (২০২৩ সালের আই-১৩৫০১ নং দলিল) উক্ত সম্পত্তি ব্যাঙ্কের ফিজিক্যাল দখলের অধীনে রয়েছে।	১৭.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৬৮,৩০০.০০০.০০ টাকা (ষাট লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা) এবং এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর আনুসঙ্গিক বায়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে আরও অতিরিক্ত সুদ। যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩০০৪/ ৯৩৮২১৯৩২৮৯	ক) ১৭.১০ লক্ষ টাকা খ) ১,৭১,০০০/- টাকা গ) ২৪,০০০/- টাকা
পরিদর্শনের তারিখ ২২.১০.২০২৬ এবং ২৬.১০.২০২৬				
৩.	ঋণগ্রহীতা শ্রী অমিত কুমার, পিতা- শ্রী অজয় কুমার মন্ডল, ৭ নং ফ্লোট, ওয় ফ্লোর, এসবি আপার্টমেন্ট, ২৫/২/৪০, শহীদ কুদিরাম সেনে সর্গবি, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০০৬ এছাড়াও গ্রাউন্ড ফ্লোর, জিএ-ফ্লোট, ইন্টাইটেড ভিলা, ১৪/৪৯-৫০ নং প্রাপ্ত, ইস্ট মল রোড কলকাতা-৭০০০৪২ এছাড়াও প্রযত্নে এমএ এন্টারপ্রাইজ, জিয়ার ফ্লোর, ৮ নং লোকন, কুষ্টিগঞ্জ আপার্টমেন্ট, বৈষ্ণবী, মধ্যপাড়া কলকাতা-৭০০০৫২ শ্রীমতী জ্যোতি সিং, স্বামী- শ্রী অমিত কুমার, ৭ নং ফ্লোট, ওয় ফ্লোর, এসবি আপার্টমেন্ট, ২৫/২/৪০, শহীদ কুদিরাম সেনে সর্গবি, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০০৬ এছাড়াও গ্রাউন্ড ফ্লোর, জিএ-ফ্লোট, ইন্টাইটেড ভিলা, ১৪/৪৯-৫০ নং প্রাপ্ত, ইস্ট মল রোড কলকাতা-৭০০০৪২	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় (২০২৩ সালের ১/৬৬৬৬ নং দলিল), বাওইথারি থানায়, রাজারহাট থানার এখতিয়ারের মধ্যে, ২৯০ এল.আর. খতিয়ান নং, ৩৬৬ আর.এস. খতিয়ান নং এর সাথে সম্পর্কিত ২২৯ সি.এস. খতিয়ান নং, ২৯৫ জমিদারি খতিয়ান নং এর অধীনে ৩৩৮ আর.এস. দাগ নং এর সাথে সম্পর্কিত ৩১৭ সি.এস. দাগ নং এর অন্তর্ভুক্ত ২৯৯৯ টেজি নং, ১৩১ আর.এস. নং, ৬ জে.এল. নং, মৌজা মন্ডলগাথিতে অবস্থিত ১৪ বর্গফুট সাধারণ প্যাসেজ সহ কর্মবৈধ ৫ (পাঁচ) টোনা (এগারো) ছটাক ৩৩ (তেরিশ) বর্গফুট পরিমাণের বাস্তু জমির আনুপাতিক অবিকৃত অংশের সাথে সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সহ ১টি বালকানি এবং ২টি টায়ের, ১টি রামাঘর, ১টি ভাইনিং কাম ড্রয়িং, ২টি বেডরুম নিয়ে গঠিত “ইন্টাইটেড ভিলা ফেজ-১” নামক আবাসিক ভবনে গ্রাউন্ড ফ্লোরে কর্মবৈধ ৭৮০ (সাতশত অষ্টাশি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের জিএ ও একটা আবাসিক ফ্লোরের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। যা রাজারহাট বকেয়া বাওইথারি-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত। রাজারহাট গোলাবপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১৪৫ নম্বর ওয়ার্ড, (প্রেমসেনা-ইস্ট মল রোড), আরজিকম-৪৮/৪৯ এবং ১৪/৫০ হোল্ডিং নং। ফিজিক্যাল দখল নেওয়া হয়েছে।	২৪.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ২৮,২৭,০০০.০০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা) এবং এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর আনুসঙ্গিক বায়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে আরও অতিরিক্ত সুদ। যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩০০৪/ ৯৩৮২১৯৩২৮৯	ক) ২৭.০০ লক্ষ টাকা খ) ২,৭৩,০০০/- টাকা গ) ২৪,০০০/- টাকা
পরিদর্শনের তারিখ ২২.১০.২০২৬ এবং ২৬.১০.২০২৬				
৪.	ঋণগ্রহীতা শ্রী রানা সাহা, পিতা- প্রয়াত অমল সাহা, শ্রীপুর, বালামজলা, ডাকঘর- মেঘনাভাড়া বাজার, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩০	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, পিন-৭০০০৯৯, পূর্বে কলকাতা বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর থানা, দাস পাড়া মুখাণ্ডিপুর, ৯ডি নং প্লট, অজয় নগর শাহাদী পার্ক, ২২৬, অজয় নগর হিসেবে পরিচিত, ২২৬ নং প্রেমসেনা এবং অবস্থিত, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অধীনে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড, ৩১ এবং ৩৮ আর.এস. খতিয়ান নং, ৪০/৫৩, ৪০ আর.এস. দাগ নং, ১৫১ টেজি নং, ২৪ জে.এল. নং, মৌজা - চারুকনিয়াগ্রাউন্ড কর্মবৈধ ৮৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের “মোহিনী মন্ডল”-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে জিরি নং ফ্লোট, স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্লোরের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২০২১ সালের জন্য ৫২১১৪ থেকে ৫২১৫০ নম্বর পৃষ্ঠায় ১৫০৪-২০২১ নং ভলিউমের ১ নম্বর বৃকে, এ.আর.এ.-৪ কলকাতার নিবন্ধিত ১৯৪০০৭৭৮৫ নং দলিল। সম্পত্তিটি শ্রী রানা সাহা, পিতা- প্রয়াত অমল সাহা র নামে রয়েছে। সম্পত্তির ভবনের সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে : কিম প্লট নং ৩ এবং ৪ দ্বারা, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রোড দ্বারা, পূর্বে : কিম প্লট নং ৮ দ্বারা, পশ্চিমে : কিম প্লট নং ১০ দ্বারা। ফিজিক্যাল দখল নেওয়া হয়েছে।	২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৮,২৭,৭৫৫.০০ টাকা (আঠো লক্ষ আঠো হাজার সাতসো পঞ্চাশ টাকা) এবং এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর আনুসঙ্গিক বায়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে আরও অতিরিক্ত সুদ। যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৯৯৮৯/ ৯৮৩০৯৮২৯৯১	ক) ৩৬.৮০ লক্ষ টাকা খ) ৩,৬৮,০০০/- টাকা গ) ২৪,০০০/- টাকা
পরিদর্শনের তারিখ ২২.১০.২০২৬ এবং ২৬.১০.২০২৬				
৫.	ঋণগ্রহীতা শ্রী অভিজিৎ সেন, পিতা- শ্রী চণ্ডী দেব সেন, ফ্লোট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, ডাকঘর এবং থানা -উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন-৭২২৪৫১। শ্রীমতী অমৃতা ব্যানার্জি, স্বামী- শ্রী অভিজিৎ সেন, ফ্লোট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, ডাকঘর এবং থানা -উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন-৭২২৪৫১	হুগলি জেলায়, উত্তরপাড়া থানা, ১ নম্বর সরকারি কলোনি, ২২৭ হোল্ডিং নং, ২৩ নম্বর ওয়ার্ড, উত্তরপাড়া কোর্টহাউস মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ৭৮৩১, ৭৮৩০, ৭৮২৯, ৭৮২৮, ৭৮২৭ এবং ৭৮২৬ এলআর খতিয়ান নং সম্পর্কিত ২০৭২ এলআর গ্রহণ নং, ১০২৫ খতিয়ান নং-এর অধীনে ১৮২৬ আরএস প্লট নং, ৯ জেএল নং, মৌজা- মাখলায় অবস্থিত ১ কাঠা ১০ ছটাক ৯ বর্গফুট পরিমাণের জমির আনুপাতিক অবিকৃত অংশ সহ ১ম ফ্লোরে ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া পরিমাপের ১/২ নং স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্লোরের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। আই-১৩০২/২০১৬ নং দলিল। সম্পত্তিটি শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতী অমৃতা ব্যানার্জির নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে : অরুদ্র স্কয়ার, দক্ষিণে : অন্যান্য ভবন, পূর্বে : রাস্তা, পশ্চিমে : অন্যান্য ভবন। ব্যাঙ্ক প্রাপ্তি আইডি SBIN77513216097 ফিজিক্যাল দখল নেওয়া হয়েছে।	০৬.০৪.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী ১২,৭৬,৬৭৭.০০ টাকা (বারো লক্ষ উনষাশি হাজার চারশো মোটো টাকা) এবং এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর আনুসঙ্গিক বায়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে আরও অতিরিক্ত সুদ। যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩/ ৯৮৩০৯৮২৯৯১	ক) ১০.৪১ লক্ষ টাকা খ) ১,০৪,১০০/- টাকা গ) ১,০০,০০০/- টাকা
পরিদর্শনের তারিখ ২২.১০.২০২৬ এবং ২৬.১০.২০২৬				
৬.	ঋণগ্রহীতা শ্রী অমিত হাজার, পিতা- প্রয়াত অমল সাহা, শ্রীপুর, বালামজলা, ডাকঘর- মেঘনাভাড়া বাজার, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৮	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, শাদন থানা, কুটিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এডিএসআরও ব্যালান্সে ২০০৯ সালে ০০১৬৮ নং দলিল দ্বারা ১২৭ থেকে ১৪০ নম্বর পৃষ্ঠায় ১ নম্বর ভলিউমের ১ নম্বর বৃকে নিবন্ধিত, ৩০৪ এবং ১২১৯, ১২১৯/১৫১২, ১২১৯/১৫১১ এবং ১২১৬/৩ খতিয়ান নং, ১৪৬ টেজি নং, ১৯২ জে.এল.নং, মৌজা শানবাড়িয়া বাদার অধীনে কর্মবৈধ ০৯ শব্দক পরিমাণের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে - গোলাব বারি মোজা, দক্ষিণে - আবদুল সালাম মোজা, পূর্বে - আবদুল বারি মোজা, পশ্চিমে - মালিকের ভবি। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, থানা- শাদন, ডাকঘর মুড়িয়াহাট, গ্রাম শানবাড়িয়ায় প্রয়াত সালাউদ্দিনের পুত্র আবদুল হাজার মোজার নামে রয়েছে। ফিজিক্যাল দখল নেওয়া হয়েছে।	২৪.১২.২০১২ তারিখ অনুযায়ী ১৩,৮৮,০০০.০০ টাকা (তেরো লক্ষ অষ্টষাশি হাজার টাকা) এবং এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর আনুসঙ্গিক বায়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে আরও অতিরিক্ত সুদ। যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩/ ৯৬৭৪৭১৩৩৫৭	ক) ১৩.৮০ লক্ষ টাকা খ) ১৪,৪০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা
পরিদর্শনের তারিখ ২২.১০.২০২৬ এবং ২৬.১০.২০২৬				

তারিখ: ০৩.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

নরসিং ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, কমন নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।



আসছে মা...



ছবি: অদिति সাহা

চলছে প্রস্তুতি
উল্টোডাঙা বিধান সংঘ



এবার পুজোয় **কলার** খোসাতেই
ঘরোয়া রূপচর্চা সেরে ফেলুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই
পূজো। তার আগে ত্বকে
বলমলে জেল্লা আনতে
অনেকেই পার্লারে গিয়ে
ফেশিয়াল করাচ্ছেন। কিন্তু এক
একটি ফেশিয়ালের খরচ
অনেকটাই। তাই বাড়িতে থাকা
সহজলভ্য উপকরণ
দিয়েই ত্বক ও চুলের যত্ন
নেওয়ার দিকে ঝুঁকছেন
অনেকে। কলা খাওয়ার
পর যে খোসা সাধারণত
সেচিই হয়ে উঠতে পারে
উপকরণ।



ফেলে দেওয়া হয়,
ঘরোয়া রূপচর্চার একটি

কলার খোসায় আর্দ্রতা, পটাশিয়াম এবং বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রয়েছে। স্বক্কে পুঙ্খতা, অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব কিংবা চুলের রক্কমতার মতো সমস্যায়া এটি ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে, কলার খোসা স্বক্কে উপরিভাবেপর অতিরিক্ত তেল এবং মূত্র কোষ ধুর করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এর আর্দ্রতা স্বক্কে নরম ও মোলায়েম রাখতে সাহায্য করতে পারে। কলার থাকা আন্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন এ, জিংক ও ম্যাগনেসিয়াম স্বক্কে যথেষ্ট দৃশ্যমান বর্শ মনে করা হয়। মুখে বলিরেখা বা সন্মুখ কোষ দেখা দিলেমাত্রণ করা কলার

খোসার সঙ্গে ডিমের কুসুম
মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করা
যায়। মুখে লাগিয়ে পাঁচ মিনিট
রোখে ধুয়ে ফেলতে পারেন।
চোখের নীচের কালচে দাগ বা
ফোলা ভাবের জন্য কলার খোসার
সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে
ব্যবহার করা হয়। তবে চোখের
চারপাশের ত্বক অত্যন্ত
সংবেদনশীল হওয়ায় এই স্কেঞ্চে
বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

পার যে খোসা সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়, সেটিই হয়ে উঠতে পারে ঘরোয়া রূপচর্চার একটি উপকরণ।

কলার খোসায় আর্দ্রতা, পটাশিয়াম এবং বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রয়েছে। মতো শুষ্কতা, অতিরিক্ত তেলতলে ভাব কিংবা লেবুর রস্কততা দূর করে সমস্যাযী এটি ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে, কলার খোসা ত্বকের উপরিভাগের অতিরিক্ত তেল এবং মূত্ৰ কোষ দ্বারা কলার সাহায্য করে। পাশাপাশি এর আর্দ্রতা ত্বককে নরম ও মোলায়েম রাখতে সহায়তা করে। পায়ে। কলায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন এ, জিংক ও ম্যাঙ্গানিজও ত্বকের যত্নে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। মুখে বলিরেখা বা সন্মুখ রেখা দিলে ম্যাশ করা কলার শুধু ত্বক নয়, চুল ও স্ক্যাল্পের যত্নেও কলার খোসা ব্যবহার করা যায়। শ্বশুকি ও রস্কত নারের জন্য খোসার ভিতরের নরম অংশের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ চালুরকের দুধ, এক টেবিল চামচ নরমাল তেল, গোলাপজল এবং সামান্য দই মিশিয়ে প্যাক তৈরি করা যায়। স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে পারেন। এতে শুষ্কতা কমিয়ে চুল নরম ও মৃদু রাখতে সাহায্য করে।

তবে যে কোনও ঘরোয়া প্যাক বাহ্যিকের আগে হাতে বা ত্বকের ছোট অংশে প্যাক টেস্ট করে নেওয়া জরুরি। জ্বালা, চুলকানি বা অ্যালার্জিক হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করুন। সংবেদনশীল ত্বক কিংবা ব্যাংক বা অন্য কোনও ত্বকের সমস্যা থাকলে ব্যবহারের আগে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই নিরাপদ।

পুজোয় বাড়তি মেদ ঝরাতে ওটসের জাদু



নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজুর আগে বাড়তি মেদ বরাতে চাইছেন? পছন্দের পোশাক খাতে শরীরে পুরনো ভাবে ফিট করে, তাড়ি জন্ম খাবারের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। সারাদিনের ডায়েটের পাশাপাশি কমনের জলখাবারও হতে হবে পেটভরা ও পুষ্টিকর। বিশেষ করে কমনব্যস্ত দিনে তাড়াতাড়ি করে জলখাবারের সারোহে হলে সহজ তৈরি এমন খাবারই ভরসা। তাই বাণিয়ে নিতে পারেন ওটস স্মুজি বোল। এম খাবার লাইগে ভরি পাকা কলা, আখা থেকে ফ্রিজ জমা থাকলে ভাল, আখ কাপ

রোলাড গুটস, আব কাপ ধু, আব কাপ দই, ১ চা-চাম মধু বা ম্যাপল
সিরাপ, আব চা-চাম ভানিলা এক্সট্রাক্ট এবং এক টিমিল দারচিনি গুঁড়ো।
প্রথমে মিক্সার জগর কলা, ভটস, দুধ, দই, মধু বা ম্যাপল সিরাপ, ভানিলা
এক্সট্রাক্ট ও দারচিনি দিয়ে ভাল করে ব্লেণ্ড করুন। ফ্রিজে রাখা কলা
বাবহার করলে স্মুদির বানান্ড বাড়বে এবং অতিসিক্তের মতো ক্রিমি
টেক্সচার পাওয়া যাবে। মিশ্রণ বেশি ঘন হলে অল্প অল্প করে দুধ মেশাতে
পারেন। আবার বেশি পানীয় হয়ে গেলে কিছুটা গুটস বা কলার টুকরো
দিয়ে ফের ব্লেণ্ড করুন। স্মুটিট এখন ঘন হওয়া দরকার, যাতে তার উপর
সহজেই টপ্পি সাজানো যায়। এ বার বাটিতে অম্ল উপর থেকে কলার
টুকরো, গ্র্যানোলা, চিয়া সীস, স্বাদ বীজ, আমল, আখরোতি, চিনেবাদাম
কিলা টপ্পি বান করুন দেখো যায়। হান্ড বাড়াতে পিনাট বাটার, আমন্ড বাটার
বা নারকেলের কুচিও যোগ করতে পারেন। একই রেসিপিতে বদল
আনতে চাইলে চকোলেটের স্বাদের জন্য কেকো পাউডার মেশানো যায়।
প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াতে যোগ করা যায় প্রোটিন পাউডার। আম বা
আনার সমুদ্রে তৈরি করা যায় টিপিক্যাল স্মুদি বোনা। বাদামের খাব পছন্দ
হলে ব্লেণ্ড করার সময় পিনাট বাটার মিশিয়ে নিন। কলা ও গুটসের এই
স্মুদি বোল ফাবার, পটাশিয়াম ও কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। তবে ওজন
কমানোর লক্ষ্য থাকলে মধু, সিরাপ, বাদামের মাখন ও অন্যান্য টপ্পিরের
পরিমাণ কম খাওয়াই ভাল।

জনশ্রুতি মা দুর্গা এসে গহনা পরেন
জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়িতে

রীতা হাতি

পুরনো কলকাতার ঐতিহ্য ও প্রবাদ অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে 'মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোর শিবকুমার দাঁর বাড়িতে' ভোজন করেন কুমোরটুলির অভয়চরণ মিশ্রের বাড়িতে আর তার জেগে নাচ দেখেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে। বর্ধানন্দী মঠাধিযায়ী দাঁ বংশের প্রতিষ্ঠা। তখন থেকে মায়ের পূজা শুরু করেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র দাঁ। বাবাসায় প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে পরে চলে আসেন কলকাতার জোড়াসাঁকোতে। নিঃসন্তান গোকুলচন্দ্র দত্তক নেন আত্মীয় হস্তধর শেখর ছোট ছেলে শিবকুমারকে। কথিত আছে শিবকুমার জেগে গয়নামুড় পরাতেন সেই থেকে তার শখ জাগে মাকেও তিনি এভাবেই গয়না পরানো। ১৮৪০ সালে কলকাতার দাঁ বাড়িতে পূজা শুরু হয়।

এখানে রথযাত্রার দিন কাঠামো পূজো হয়। গরান কাঠের টুকরো থেকে প্রতিমা তৈরি হয়। তাতে মাটির প্রলেপ পড়ে। জ্যাঙ্কিয়ার দিন কাঠামোতে দেবীর মন্তক স্থাপন করা হয়। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তেরো টি শাড়ি ও তেরোটি কঁসার পাত্র দেওয়া হয়। এছাড়াও ১০৮ টি পতলের প্রদীপ সাজানো হয়। এই বাড়ি যেহেতু বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত তাই এখানে বলির প্রচলন নেই। শিকৃকৃষ জামানী আর প্যারিস থেকে হীরে এমারেলড জুয়েলারী আর একচালার চার্চটি সাজানোর জন্য তবক নিয়ে এসেছিলেন। আজ তা বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। গাঢ় মোলায়েম ডলভার্টের কাপড়ে সাদা এবং রূপোর জিরিক কাপে ঠাসা রূপোর শিক দিয়ে বানানো ছাতাটি কলা বাঁ নান করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চন্দ্রদানের আগে বস্ত্র পরানো হয়। গণেশ আর সরস্বতী ছাড়া সবার গায়ের রং হলুদ। মুখ বাদে গণেশ গ গ গোলাপি। সরস্বতী শ্বেতপুঞ্জ। অসুপ পিও বর্ণের। সিংহ সাদা। এছাড়াও সব দেব দেবী সিংহ আর অসুরের মকুট ও বস্ত্র তৈরী হয় ডলভার্টের উপর সোনা রূপো জিরিক কাপে।

পূজোর সময় শুধুই নিরামিষ খাবার। বৈষ্ণব হওয়ায় এরা ভোগ দেন লুচি, মিষ্টান্ন পাঁপড়, পান্ডুয়া, হালুয়া, গজা, খাজা, জিলহী ইত্যাদি। শুধু অষ্টমীর সন্ধিপূজোর নৈবেদ্যে সাজান ছেলেরা। কুমারী পূজো হয় ধুমধাম করে। আগে নবমীর দিন এই বাড়ির বিরাট



ঠাকুর দালানের সামনে অথবা দোতলার
বৈঠকখানার ঘরে গান বাজনার আসর বসত
শচীন দাস মতিলাল, অসিতবরণ রা আসত
প্রতিবছর।

এই পরিবারের কীর্তিচন্দ্র দাঁ অত্যন্ত শৌখিন এবং নাটক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর সময় এবং পরবর্তী কালে রথের সময় চিৎপুরের যাত্রা পালাগুলির মহরৎ হতো এই বাড়িতে। তারপর বুকিং শুরু হতো বিভিন্ন জায়গায়।

ঠাকুরবাড়ির সাথে দাঁ বাড়ির রেবারেঘি
হলে। শশমীর দিনের এটো পল্ল প্রচলিত আছে।
প্রতিমা বিসর্জনের সময় ৪০ জন বাহক দেবীকে
কাঁধে করে বিসর্জন দিয়ে যেতেন। বাহকদের
প্রতি নিশেধ বাড়ির তারা যেন গঙ্গায় ঝাওয়ার
আজ ঠাকুর বাড়ির তারাকে বোশ
কয়েকবার ঘুরিয়ে ঢাক ঢোল বাড়িয়ে ঠাকুর
বাড়ির সদস্য দের দেখিয়ে তারপর গঙ্গায় নিয়ে
যায়। সেই সব দিন এখন থাকে। সেই
রেবারেঘি আর অবশিষ্ট অতীত না। এখন
দেবীকে বাহকরা নিয়ে যান না। বাড়ির সাহায্য
নেওয়া হয়। তাও অতীত আর বর্তমান ঐতিহ্য
আর নিষ্ঠা আজও মিলেমিশে যায়
জোড়াঙ্গারের দাঁ বাড়িতে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর ছুটি মানেই কি দার্জিলিংয়ের ভিড়, কালিঙ্গপুরের ভিড়! পর্যটনভোগীরা কিবা সিকিমের বাইর গাওয়া যদি এ বার একটু অন্যরকম পাহাড় চান, যেখানে সকাল গুরু হলে পাখির ডাকে, জনলার বাইরে বেলে আসবে মেঘ আর সন্ধ্যা নামবে ঝিঝি পোকোর শব্দে, তা হলে কলিঙ্গপুরের ফুকনগাঁও হতে পারা আপনার ঠিকানা। পাহাড়ি থানার তুলনায় এনও অনেকটাই অচেনা এই ছোট্ট গ্রাম প্রকৃতির সঙ্গে কয়েক দিন নিরিবিলি থাকার সুযোগ করে দেয়।

বাংলা ও সিকিম সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে সিকিম যাওয়ার পথে কিংবা ফেব্রার সময় এক রাত বা দু'রাত এখানে কাটানো যায়। তবে এই পথে এখনও তুলনামূলক ভাবে পর্যটকের আনাগোনা কম। আর সেই কারণেই ফরুণগাঁওয়ের আসল আকর্ষণ: নির্জনতা।

এখানে এসে ‘কী কী দেখব’ তার তালিকা নিয়ে ছুটতে হবে না। বরং এখানে বেড়ানোর অর্থই হল—যে ধীরে চলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে গ্রামের পথ ধরে হাট্টুন। পাইবাবনের ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের দিগ্ধ তাকান। কখনও রোদ এসে গড়বে, কখনও মেঘফাও দেবে চারপাশ। কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই হাটতে হাটতে পাহাড়ি জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই এখানে বেড়ানোর অন্যতম অভিজ্ঞতা।

ফুরনগাঁওয়ের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার স্বাভাবিক জীবনযাপন। পর্যটনকেন্দ্রের সাজানো আবহের বদলে এখানে চোখে পড়বে পাহাড়ি মানুষের দৈনন্দিন জীবন। চাষের জমি, ছোট বাড়ি পাইন ও পাহাড়ি গাছপালা, গ্রামের পথ; সব মিলিয়ে তৈরি হয় অন্য রকম পরিবেশ।

স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে
পাহাড়ি জীবন, কৃষিকাজ, ঋতু পরিবর্তন এবং স্থানীয়
উৎসবের নানা গল্প জানতে পারেন। পূজোর সময়
পাহাড়ে সমতলের মতো বড় আয়োজন না
থাকলেও শরতের আকাশ, মেঘ আর ঠাণ্ডা হাওয়া
এই সময়টাকে বিশেষ করে তোলে।

ফুরানগাওয়ে আলাদা করে বিশাল দর্শনীয় স্থানের তালিকা নেই। আর সেটাই এই জায়গার সৌন্দর্য। পথটাই এখানে গন্তব্য।

সকালে গ্রামের পথ ধরে হাঁটিতে পারেন
পাইনবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় মেঘের



মেঘ-পাইন ঘেরা ফরনগাঁও

আনাগোনা উপভোগ করুন। আশপাশের চায়ের
জমিতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারেন।
পাখিপ্রেমীদের জন্যও জায়গাটি আকর্ষণীয়। ভাগ্য
ভাল থাকলে পাহাড়ি পাখি, বুনো ময়ূর কিংবা
হরিণের দেখা মিলতে পারে।

গাড়ি নিয়ে বেরোলে রংগো নদী এবং তিস্তা ভিড়ি পম্পতি ঘুরে আসা যায়। পাছাড়ের রাস্তা ধরে চলার সময় একদিকে পাছাড়, অন্য দিকে গভীর খাল কিংবা দূরে নদীর রেখা; ব্যাপ্তপথটিও হয়ে উঠতে পারে বেড়াবার খুদ অংশ। সন্ধ্যায় অবশ্য কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। পাছাড়ি নদীর স্রোতের শব্দ, ফিলি পোকার ডাক আর ধীরে নামতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকুন। হোমস্টেটে ব্যবস্থা থাকলে রাতে বনফায়ার আরোজনও করা যায়। পাছাড়ি গিয়ে স্থানীয় খাবারের স্বাদ না নিলে বেড়োনা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফরানগাঁওয়ের হোমস্টেটগুলিতে সাধারণত স্থানীয় ভাবে চাষ করা সবজি দিয়ে রান্না ব্যবস্থা থাকে। ফলে খাবারের বাজারের শ্রোতা খাবের বদলে পাওয়া যায় পাছাড়ি ঘরোয়া রান্নার পাত। নেপালি খাবারের স্বাদ নিতে পারেন। রমর ডাল, ডাল, পাছাড়ি সবজি, স্থানীয় মশলায় রান্না করা

তরকারি; সহজ খাবারই থাকে এই অঞ্চলের
 নিজস্ব। সুযোগ পেলে হুগো মোমো, থুকপা
 কিংবা অন্যান্য পাছড়ি পদও চেষ্টে দেখতে পারেন।
 হোমস্টেইন মালিককে আগে থেকেই খাবারের বিষয়ে
 জানিয়ে রাখলে স্থানীয় রান্নার অভিজ্ঞতা আরও ভাল
 ভাবে পাওয়া সম্ভব। ফুকনাগিয়ে বড় বিলাসবহুল
 হোটেলের আধিক্য নেই। এখানে থাকার সেরা
 অভিজ্ঞতার অন্যতম অংশ হোমস্টে। ছোট, ঘরোয়া
 পরিবেশে থাকা, খাওয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা বলা
 এবং বাড়ির রান্না খাওয়ার সুযোগই এই থাকার
 বাবস্থাকে আলাদা করে।

তবে পুজার সময়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে
আগে থেকেই হোস্টেলে বুক করা জরুরি। গোম্বা
এখনও ছোট বয়স থাকার জায়গাও সীমিত। শাশি
মুহুর্তে গিয়ে ঘর না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। যাঁরা
পাহাড়ে গিয়ে সাপাদিন এদের পর বড় দশমীর স্থান
ঘুরতে চান, তাদের জন্য যেকোনো এই গ্রাম নয়। কিন্তু
যাঁরা ভিড় থেকে দূরে কয়েকটা দিন
প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে চান, তাদের
জন্ম ফুল্লগাওয়ের আকর্ষণ অন্য
রকম। এখানে কোনও বড় পর্যটনকেন্দ্র
আপোহায়ে বড় পাথরে না। বরং মেঘের
পাখিই হয়ে উঠেছে আনন্দ, পাইনগাছের
গন্ধই হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞতা, গ্রামেরলোক
পথে যাঁরাই চলে উঠবে বেড়ানো।
শহুরে বাসতা থেকে নিজেদের কয়েক

দিনের জন্য সরিয়ে নিতে চাইলে এই নির্জন পাহাড়ি গ্রাম সেই সুযোগ দিতে পারে। প্রথমে ট্রেন বা বাসে পৌঁছতে হবে শিলিগুড়ি অথবা নিউ জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে গাড়িতে যেতে হবে পেডংয়ের দিকে। পেডং থেকে আর একটি গাড়িতে ফেরুনগাঁও পৌঁছানো যায়। শেষ অংশের পথ পাড়ি দিতে সময় লাগে প্রায় ৩০ মিনিট।

চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগিয়ে চলা পাহাড়ি
রাস্তা থেকেই শুরু হয়ে যাবে বেড়ানোর আনন্দ
আর ফুকনগাও পৌঁছে মনে হবে, পূজোর ছুটিতে
ভিড়ের শহর থেকে সতিই অনেকটা দূরে চলে
এসেছেন। এ বার পূজায় তাই গম্বুজের তালিকায়
একটু অচেনা নাম রাখুন; ফুকনগাও। এখানে পাহাড়ি
শুধু দেখা যায় না, পাহাড়কে অনুভব করা যায়।